بِسۡمِ اللّٰہِ الرَّحۡمٰنِ الرَّحِیۡمِ

نحمدہ و نصلّی علی رسولہ الکریم

সংক্ষিপ্তসার খুতবা জুমআ

বদরের যুদ্ধ এবং অন্যান্য যুদ্ধগুলির প্রেক্ষাপটে মহানবী (সা.)-এর জীবনচরিত এবং ঐতিহাসিক ঘটনাবলীর ঈমান উদ্দীপক স্মৃতিচারণ

সৈয়্যদনা হযরত আমীরুল মু'মিনীন হযরত মির্যা মাসরূর আহমদ খলীফাতুল মসীহ্ আল্ খামেস আইয়্যাদাহুল্লাহু তাআলা বেনাস্রিহিল আযিয কর্তৃক ৯ জুন, ২০২৩ ইং তারিখে যুক্তরাজ্যের (টিলফোর্ড) ইসলামাবাদের মসজিদে মুবারকে প্রদত্ত খুতবা জুমআর সংক্ষিপ্তসার

আশ্হাদু আল্লাহ্ ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়াহ্দাহু লাশারীকালাহু, ওয়াসহাদু আন্না মোহাম্মাদন আবদোহু ওয়ারাসুলোহু। আম্মাবাদ ফা-আউযোবিল্লাহে মিনাশ শয়তানের রাজিম, বিসমিল্লাহির রহমানের রাহিম। আলহামদু লিল্লাহে রব্বিল আলামিন। আর রাহমানের রাহিম। মালিকি ইয়াওমিদ্দিন। ইয়্যাকা না'বুদু অ-ইয়্যাকা নাশতাঈন। ইহ্দিনাশ সেরাতাল মুস্তাকিম। সেরাতাল লাযিনা আনআমতা আলাইহিম। গয়রিল মাগযুবি আলাইহিম। অলায য-ল-লিন।

তাশাহ্হুদ, তা'ঊয এবং সূরা ফাতিহা পাঠের পর সৈয়্যদনা হুযুর আনোয়ার (আই.) বলেন:

হিজরতের পরের প্রাথমিক অবস্থা, বদরের যুদ্ধের কারণ, মক্কার কাফেরদের কর্মকাণ্ড এবং তাদের পরিকল্পনা ঠেকাতে মহানবী (সা.) কর্তৃক গৃহীত পদক্ষেপের কিছু উল্লেখ করা হয়েছে। বদর যুদ্ধের আগে কিছু অভিযান ও যুদ্ধ হয়েছিল। আজ সেগুলির এবং মক্কার কাফেরদের যুদ্ধের প্রস্তুতির কিছু বর্ণনা করব। ইনশাআল্লাহ্।

১ম হিজরীর রমযানে মহানবী (সা.) প্রথম অভিযান **সারিয়্যাহ হযরত হামজা** প্রেরণ করেন, যাকে সাঈফ আল-বাহরও বলা হয়। এই অভিযানের পতাকাটি ছিল সাদা, আবু মুরশাদ (রা.) ছিলেন আদর্শ বাহক এবং মহানবী (সা.) তাঁর চাচা হযরত হামজা বিন আব্দুল মুত্তালিব (রা.)-কে এর আমীর নিযুক্ত করেছিলেন। তাঁর সাথে ত্রিশজন মুহাজীর আরোহী ছিল। 'ইস' নামক স্থানে তারা আবু জাহেলের নেতৃত্বে সিরিয়া থেকে আসা একটি কাফেলার মুখোমুখি হয়। উভয় পক্ষই আক্রমণ করতে উদ্যত হলে বনু সুলাইম গোত্রের একজন প্রধান তাদের নিরস্ত করেন এবং উভয় পক্ষই ফিরে যায়।

এরপরের বর্ণনা **সারিয়্যাহ উবাইদাহ ইবনে হারিস**। শাওয়াল ১ম হিজরীতে মহানবী (সা.) হযরত উবাইদাহ ইবনে হারিস (রা.)-কে ষাটজন মুহাজিরিনের নেতৃত্বে সানিয়াতুল মাররাহের দিকে প্রেরণ করেন, যেখানে তিনি আবু সুফিয়ান ও তার দুইশত আরোহী বাহিনীর মুখোমুখি হন। উভয় পক্ষ থেকে কয়েকটি তীর নিক্ষেপ করা হয়, তবে কোন আনুষ্ঠানিক যুদ্ধ হয়নি। এর আগে কখনো মুসলমান ও কাফেরদের মধ্যে তীরন্দাজ লড়াই হয়নি। মুসলমানদের পক্ষ থেকে হযরত সাদ বিন আবি ওয়াক্কাস (রা.) প্রথম তীর নিক্ষেপ করেন, যেটি ইসলামের ইতিহাসে প্রথম তীর ছিল এবং যার উপর হযরত সাদ (রা.) যথার্থই গর্বিত ছিলেন। এরপর উভয় পক্ষ আপন আপন এলাকায় ফিরে যায়।

এরপর **সারিয়্যাহ** হযরত সাদ বিন আবি ওয়াক্কাস (রা.) প্রথম অথবা দ্বিতীয় হিজরীতে ঘটেছিল।

মহানবী (সা.) বিশ জনের একটি দলকে হযরত সাদ বিন আবি ওয়াক্কাস (রা.)-এর নেতৃত্বে কুরাইশ বাণিজ্য কাফেলাকে প্রতিরোধের জন্য পাঠান, এবং তাদেরকে খারর উপত্যকা অতিক্রম না করার নির্দেশ দেন। কিন্তু যখন তারা খাররে পৌঁছে, তখন তাদের পৌঁছানোর পূর্বেই কাফেলাটি চলে গিয়েছিল, তাই তারা কোনোরকম সংঘর্ষ ছাড়াই ফিরে আসে।

অতঃপর **গাযওয়াহ ওয়াদ্দান সাফার** দ্বিতীয় হিজরীতে সংঘটিত হয়। রসূলুল্লাহ্ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ষাট সত্তর জন হিজরতকারী সাহাবীকে নিয়ে **ওয়াদ্দানে** গেলেন। ঐতিহাসিক ইবনে সাদের মতে এটিই প্রথম অভিযান যাতে মহানবী (সা.) ব্যক্তিগতভাবে অংশগ্রহণ করেছিলেন। তিনি হযরত সাদ ইবনে উবাদা (রা.)কে মদীনায় তাঁর সহকারী নিযুক্ত করেন। এই অভিযানে তিনি (সা.) বনু জামরার সর্দার মুকশি বিন আমর জামরির সাথে একটি শান্তি চুক্তি করেছিলেন, যে অনুসারে উভয় পক্ষ একে অপরকে আক্রমণ করবে না এবং উভয় পক্ষের শত্রুকে সমর্থন করবে না। এ সফরে তিনি (সা.) পনের দিন মদীনার বাইরে অবস্থান করেন।

বওয়াতের যুদ্ধ সংঘটিত হয় রবিউল আওয়াল ২য় হিজরীতে। মহানবী (সা.) হযরত সাদ বিন মুআয (রা.)-কে মদীনার আমীর নিযুক্ত করেন এবং দুই সঙ্গীসহ কুরাইশ কাফেলাকে প্রতিহত করার জন্য বের হন। এই কাফেলায় উমাইয়া বিন খালফ ছাড়াও একশত কুরায়েশ এবং দুই হাজার পাঁচশত উট ছিল। বওয়াতে পৌঁছে কারো সাথে সাক্ষাৎ না হওয়ায় তিনি (সা.) মদীনায় ফিরে আসেন। এই অভিযানে (ইসলামি) পতাকার রং সাদা ছিল যা হযরত সাদ বিন আবি ওয়াক্কাস (রা.) বহন করেছিলেন।

গাযওয়াহ উশাইরা: আল্লাহ্‌র রসূল (সা.) সংবাদ পান যে কুরাইশদের একটি বাণিজ্য কাফেলা মক্কা ত্যাগ করেছে এবং মক্কাবাসীরা তাদের সমস্ত পণ্যদ্রব্য এতে বিনিয়োগ করেছে যাতে যা কিছু লাভ হয় তা মুসলমানদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে ব্যবহার করা যায়। তখন তিনি (সা.) জমাদিউল-আউয়াল বা জমাদিউস-সানি ২য় হিজরীতে দেড় থেকে দুইশত লোক নিয়ে অভিযানে বের হন। উশেরায় পৌঁছে তিনি (সা.) জানতে পারলেন যে, কাফেলাটি কয়েকদিন আগেই চলে গেছে। তিনি (সা.) কয়েকদিন সেখানে অবস্থান করে বনু মাদালাজ ও বনু জামরার মিত্রদের সাথে শান্তি চুক্তি করে মদীনায় ফিরে আসেন। এটি কুরাইশদের সেই কাফেলা ছিল, যা মহানবী (সা.) সিরিয়া থেকে ফিরে আসার পর পুনরায় দমন অভিযানে বের হয়েছিলেন এবং বদর যুদ্ধ সংঘটিত হয়েছিল।

গযওয়াহ্ বদর আল-উলা: মহানবী (সা.) যখন উশাইরার অভিযান থেকে ফিরে আসেন, তখন দশ দিনও হয়নি যখন কুর্য বিন জাবির মদীনার চারণভূমি আক্রমণ করেছিল। তিনি (সা.) তাঁকে অনুসরণ করেন এবং হযরত যায়েদ বিন হারিসাকে নিজের সহকারী নিযুক্ত করেন। তিনি সুফওয়ানের উপত্যকায় পৌঁছেছিলেন, কিন্তু কুর্য বিন জাবির দ্রুত এগিয়ে যায় এবং তিনি (সা.) তাকে ধরতে পারেননি, তাই তিনি মদীনায় ফিরে আসেন। মুসলমানদের বাহিনী বদরের একপাশে সুফওয়ানে পৌঁছেছিল বলে একে বদর-উল-উওলা বলা হয়।

হযরত মির্যা বশীর আহমদ সাহেব (রা.) কুর্য ইবনে জাবির সম্পর্কে যে বর্ণনা লিখেছেন, সেখানে তিনি বলেছেন যে, কুর্য ইবনে জাবিরের এই আক্রমণ কোন বেদুইন ডাকাতি ছিল না, এটা নিশ্চিতভাবে মুসলমানদের বিরুদ্ধে বিশেষ কোন উদ্দেশ্য নিয়ে কুরাইশরা করেছিল। বরং এটা সম্ভব যে, তার উদ্দেশ্য ছিল মহানবী (সা.) এর ক্ষতিসাধন করা। কিন্তু মুসলমানদের সজাগ দেখে সে তাদের উটের উপর হাত সাফ করে পালিয়ে যায় (অর্থাৎ চুরি করে)। এ থেকে এটাও বোঝা যায় যে, মক্কার কুরাইশরা মদীনায় অভিযান চালিয়ে মুসলমানদের ধ্বংস ও ক্ষতি করার সিদ্ধান্ত নিয়েছিল। এটাও মনে রাখা দরকার যে ইতিপূর্বে যদিও মুসলমানদের তরবারির জেহাদ করার অনুমতি দেওয়া হয়েছিল এবং তারা আত্মরক্ষার চিন্তায় এর জন্য প্রাথমিক ব্যবস্থাও নিয়েছিল। কিন্তু এখনও পর্যন্ত কাফেরদের কোনো মারাত্মক বা প্রাণঘাতী ক্ষতি হয়নি, বরং কুর্য ইবনে জাবিরের আক্রমণে প্রকৃতপক্ষে মুসলমানদের ক্ষতি হয়েছিল। মনে হয় মুসলমানরা কুরাইশদের চ্যালেঞ্জ গ্রহণ করার পরও কাফেরদের

পক্ষ থেকেই যুদ্ধের সূচনা হয়।

সারিয়্যাহ আবদুল্লাহ্ ইবনে জাহশ (রা.) মক্কার নিকটবর্তী নাখলা উপত্যকায় সংঘটিত হয়েছিল। এ সম্পর্কে লেখা আছে যে, মহানবী (সা.) রজব মাসে আটজন হিজরতকারী সাহাবীসহ হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনে জাহশ (রা.)-কে অভিযানে প্রেরণ করেন। হযরত সাদ ইবনে আবি ওয়াক্কাস ও হযরত উতবা ইবনে গাযওয়ানের উটটি নিখোঁজ হয়ে যায় এবং তারা সেগুলির সন্ধানে পেছনে রয়ে যায়। এবং বাকিরা সবাই নাখলায় এসে পৌঁছয়। সেখানে মক্কার কুরাইশরা মুসলমানদের দেখে ভয় পেয়ে যায়। সেদিন ছিল পবিত্র রজব মাসের শেষ দিন। মুসলমানরা পরামর্শ করল যে, তাদেরকে ছেড়ে দিলে পালিয়ে যাবে, তাই তারা কুরাইশদের উপর আক্রমণ করে তাদের একজন নেতা আমর বিন হাজরামীকে হত্যা করে। হযরত আবদুল্লাহ্ বিন জাহশ দুইজন বন্দী ও উট নিয়ে রসূলুল্লাহ্ (সা.) এর কাছে মদিনায় এসে উপস্থিত হলেন। তিনি (সা.) বললেন, আমি তোমাকে পবিত্র মাসে যুদ্ধ করার নির্দেশ দিইনি। একথা বলে কিছু গ্রহণ করতে অস্বীকার করলেন। আল্লাহ্ তাআলা পবিত্র মাসে এই আক্রমণের জন্য মুসলমানদের সান্ত্বনা দেওয়ার জন্য সূরা বাকারার ২১৮ নম্বর আয়াতটি নাযিল করেছেন। এতে মুসলমানরা যেখানে সান্ত্বনা পেয়েছিল, সেখানে কুরাইশরাও কিছুটা ঠান্ডা হয়ে গিয়েছিল কারণ তারা জানতে পেরেছিল যে ওহী ঘটেছে। পরবর্তীতে হযরত সাদ ইবনে আবি ওয়াক্কাস ও হযরত উতবা ইবনে গাযওয়ানের নিরাপদে প্রত্যাবর্তনের পর মহানবী (সা.) মুক্তিপণ দিয়ে কুরাইশের দুই বন্দিকে মুক্তি দেন।

পবিত্র কুরআনে **বদর-উল-কুবরার** যুদ্ধকে ফুরকানের দিবস হিসেবে ঘোষণা করা হয়েছে। হযরত খলিফাতুল মসীহ্ আল-আউয়াল (রা.) বলেন যে, মহানবী (সা.)-এর ফুরকান ছিল বদর যুদ্ধের দিন, যেদিন বিরোধীদের শক্তিশালী নেতারা নিহত হয়েছিল এবং মুসলমানরা বিজয়ী ও আধিপত্য বিস্তার করেছিল। হযরত খলিফাতুল মসীহ্ আল-আউয়াল (রা.) অন্য জায়গায় ফুরকান শব্দের অর্থ ব্যাখ্যা করতে গিয়ে বলেন, কুরআন থেকে আমি এর অর্থ জানতে পেরেছি যে, ফুরকান হল সেই বিজয়ের নাম যার পরে শত্রুর পিঠ ভেঙে যায় এবং এটি ছিল বদরের দিন।

এই যুদ্ধ বদর-ই-সানিয়া, বদর-উল-কুবরা, বদর-উল-উজমা এবং বদর-উল-কিতাল নামেও পরিচিত। রসূলুল্লাহ্ (সা.) কে অবগত করা হল যে, আবু সুফিয়ান কুরাইশদের একটি কাফেলা নিয়ে ফিরে আসছে, যার মধ্যে এক হাজার উট ছিল এবং এতে কুরাইশদের প্রচুর পুঁজি ছিল। ত্রিশ, চল্লিশ বা সত্তর জন লোক ছিল। এটি সেই একই কাফেলা যাকে অনুসরণ করে তিনি (সা.) ইতিপূর্বে অভিযানে বেরিয়েছিলেন। তিনি জমাদিউল আওয়াল বা জমাদিউল-আখর ২য় হিজরীতে এই অভিযানে রওনা হন। কিছু কম জ্ঞানী লোক আপত্তি করে যে, মুসলমানরা লুটপাটের জন্য এই অভিযান চালিয়েছিল, কিন্তু হযরত মির্যা বশীর আহমদ সাহেব (রা.) সিরাতে খাতামান্নবীঈন (সা.) গ্রন্থে বলেছেন যে, এই কাফেলাকে প্রতিরোধ করার জন্য বের হওয়া মোটেই আপত্তিকর ছিল না। কারণ এটি ছিল একটি অস্বাভাবিক কাফেলা এবং এর বানিজ্য সম্পদ মুসলমানদের বিরুদ্ধে ব্যবহার করা উদ্দেশ্য ছিল। ইতিহাস থেকে প্রমাণিত যে এই সম্পদ উহুদ যুদ্ধের প্রস্তুতিতে ব্যবহৃত হয়েছিল। তাই এর প্রতিরোধমূলক ব্যবস্থা ছিল যুদ্ধের অপরিহার্য অংশ।

মহানবী (সা.) হযরত তালহা বিন উবায়দুল্লাহ্ (রা.) এবং হযরত সাঈদ বিন যায়েদ (রা.)কে এই কাফেলা সম্পর্কে সংবাদ সংগ্রহের উদ্দেশ্যে প্রেরণ করলেন। ওদিকে আবু সুফিয়ান সংবাদ পেলেন যে, মহানবী (সা.) তাঁর কাফেলা আক্রমণ করার জন্য তাঁর (সা.) এর সঙ্গীদের নিয়ে রওয়ানা হয়েছেন। এ সংবাদ শুনে তিনি খুবই ভীত হয়ে গেলেন এবং তাঁর একজন দূতকে মক্কায় গিয়ে এ সংবাদ পৌঁছে দিতে বললেন এবং আবু সুফিয়ান নিজে বদরকে একপাশে রেখে দ্রুত অগ্রসর হলেন।

এ প্রসঙ্গে মহানবী (সা.)-এর ফুফু আতাকা বিনতে আবদুল মুত্তালিব একটি অদ্ভুত স্বপ্ন দেখেছিলেন যা পরবর্তীতে সত্য প্রমাণিত হয়। আবু সুফিয়ানের দূত মক্কায় পৌঁছানোর তিন রাত আগে তিনি স্বপ্নে দেখলেন

যে, এক ব্যক্তি উটে চড়ে ইবতাহ ময়দানে, তারপর কাবার ছাদে এবং তারপর আবু কুবাইস পাহাড়ের চূড়ায় দাঁড়িয়ে উচ্চস্বরে ডাকছে লোকজনকে তিন দিনের মধ্যে তাদের বধ্যভূমিতে যেতে বলে। অতঃপর সে সেই পাহাড় থেকে একটি পাথর নিক্ষেপ করল এবং নীচে পৌঁছানোর সাথে সাথে পাথরটি ভেঙে টুকরো টুকরো হয়ে গেল এবং মক্কায় এমন একটি বাড়ি-ঘর অবশিষ্ট রইল না যেখানে এই পাথরের একটি টুকরো পড়ে নি। তিনি এই স্বপ্নটি তার ভাই হযরত আব্বাস বিন আবদুল মুত্তালিবকে বলেছিলেন। ধীরে ধীরে কথাটি আবু জাহেলের কাছে পৌঁছয়। আবু জাহেল বললো আমরা তিনদিন অপেক্ষা করি, যদি এরকম হয় তাহলে ভালো, নইলে কাবায় একটা লেখা ঝুলিয়ে দেব যে তুমি আরবে সবচেয়ে মিথ্যাবাদী। পরবর্তীতে হযরত আব্বাস বনু আবদুল মুত্তালিবের মহিলাদের কথায় আবু জাহলকে হত্যা করার জন্য কাবায় যান, কিন্তু তার মনোযোগ ছিল আবু সুফিয়ানের দূতের ভয়ানক অবস্থার দিকে যাকে মক্কাবাসীকে মুসলমানদের আক্রমণ সম্পর্কে সতর্ক করার জন্য পাঠানো হয়েছিল। আর সে আবু সুফিয়ানের কাফেলাকে বাঁচানোর ঘোষণা করছিল। কুরাইশরা আগে থেকেই যুদ্ধের অজুহাত খুঁজছিল, এই ঘোষণায় তারা তাদের কাঙ্খিত অজুহাত পেয়ে যায় এবং তারা যুদ্ধের জন্য প্রস্তুতি নিতে থাকে।

হুযুর আনোয়ার বলেন, ভবিষ্যতে আরও বিস্তারিত বর্ণনা হবে, ইনশাআল্লাহ্।

আলহামদুলিল্লাহে নাহ্মাদুহূ ওয়া নাসতায়ীনুহূ ওয়া নাসতাগ্ফিরুহূ ওয়া নু'মিনুবিহী ওয়া নাতাওয়াক্কালু আলাইহে ওয়া না'ঊযুবিল্লাহি মিন শুরুরি আনফুসিনা ওয়া মিন সায়্যিআতি আ'মালিনা-মাইয়্যাহ্দিহিল্লাহু ফালা মুযিল্লালাহু ওয়া মাই ইউয্লিলহু ফালা হাদিয়ালাহু-ওয়া নাশহাদু আল্লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়াহ্দাহু লা শারীকালাহূ ওয়ানাশহাদু আন্না মুহাম্মাদান আবদুহূ ওয়া রাসূলুহু-

'ইবাদাল্লাহি রাহিমাকুমুল্লাহু-ইন্নাল্লাহা ইয়া'মুরু বিল 'আদলি ওয়াল ইহসানি ওয়া ঈ'তাইযিল কুরবা ওয়া ইয়ানহা 'আনিল ফাহ্শাই ওয়াল মুনকারি ওয়াল বাগ্ই-ইয়াহযুকুম লা'আল্লাকুম তাযাক্কারুন। উযকুরুল্লাহা ইয়াযকুরকুম ওয়াদ'ঊহু ইয়াসতাজিবলাকুম ওয়ালা যিক্রুল্লাহি আকবর।

('মজলিশ আনসারুল্লাহ্ ভারত' কর্তৃক প্রকাশিত সংক্ষিপ্ত উর্দূ খুতবার অনুবাদ)

বিশেষ ঘোষণা: নাযারত নশর ও এশায়াত কাদিয়ান থেকে নব প্রকাশিত বাংলা পুস্তকগুলি হল- হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) এর রুহানী খাযায়েন এর অন্তর্গত ১. তোহফায়ে বাগদাদ (বাগদাদবাসীদের জন্য উপহার) এবং ২. নূরুল কুরআন (আল্ কুরআনের জ্যোতি)। পুস্তকগুলি সংগ্রহের জন্য সংশ্লিষ্ট জেলা ইনচার্যদের সাথে যোগাযোগ করতে অনুরোধ করা হচ্ছে। সম্পূর্ণ তালিকার জন্য ক্যাটলগ দ্রষ্টব্য। -ধন্যবাদ

Bengali Khulasa Khutba Juma
Huzoor Anwar(at)
9 June 2023
Distributed by
Ahmadiyya Muslim Mission
.....*P.O*.....
Distt.....*Pin*.....*W.B*

To,
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
_ _

বিশদে জানতে : Toll Free No.1800 103 2131 www.alislam.org | www.mta.tv | www.ahmadiyyamuslimjamaat.in